بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

গযওয়ায়ে বদরুল মওয়েদ ও গযওয়ায়ে দূমাতুল্ জান্দাল ঘটনার বিশদ বিবরণ

বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়ার আহ্বান এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার হিতোপদেশ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ০৫ জুলাই, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আজ দু'টি গযওয়ার উল্লেখ করব। প্রথমত গযওয়ায়ে বদরুল মওয়েদ যা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। একে গযওয়ায়ে বদরুস্ সানীয়্যা এবং বদরুস্ সুগরাও বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। কতিপয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মাস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) বলেন, চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসের শেষ পর্যায়ে আঁহযরত (সা.) ১৫০০ সাহাবী নিয়ে মদিনা থেকে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধাভিযানের পটভূমি হল, আবু সুফিয়ান বিন হারব উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরত যাওয়ার সময় ঘোষণা করেছিল যে, আগামী বছর বদরুস্ সাফরায় তোমাদের সাথে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে, আমরা সেখানে তোমাদের সাথে লড়াই করব। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে উত্তর দিতে বলেছিলেন যে, তাকে বলো, হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ্। অপর এক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) স্বয়ং উত্তরে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্।

মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত কূপ হচ্ছে বদর, যেটি মদীনার দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। অজ্ঞতার যুগে ১লা যিলক্বদ হতে আট দিন পর্যন্ত এখানে একটি বড় মেলা বসত। আবু সুফিয়ান যদিও বড় গলায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, কিন্তু সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল সে ততই যুদ্ধ না করার কৌশল অবলম্বন করছিল। তবে সে বাহ্যত এমন ভান করছিল যেন সে এক

বিরাট সেনাদল নিয়ে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সে নুআয়েম নামক এক ব্যক্তিকে বিশটি উটের প্রলোভন দেখিয়ে মদীনায় প্রেরণ করে, সে মদীনায় পৌঁছে কাফিরদের রণপ্রস্তুতি সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে ও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু নিষ্ঠাবান ও আত্মত্যাগী মুসলমানরা তার কথায় প্রভাবিত না হয়ে মহানবী (সা.)-কে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার বিষয়ে নিজেদের দৃঢ় অবস্থানের কথা নিশ্চিত করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) বলেন, উহুদ যুদ্ধে বিজয় ও এত বিশাল সেনাবহিনী সাথে থাকার সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান বিন হারব-এর হৃদয় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল এবং মুসলমানদের ধ্বংস করতে উদ্যত হওয়ার সত্ত্বেও এক বিশাল সেনাবাহীনি সঙ্গে না নিয়ে মুসলমানদের সম্মুখ সমরে অবতরণ করতে চায় নি। মহানবী (সা.) কাফেরদের শত্রুদলের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল (রা.)-কে, আরেক বর্ণনামতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলী (রা.)'র হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দেন। মুসলমানরা নিজেদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাহ্যতঃ মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের সেনাদলের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও নিজেদের সাথে বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার কারণে এটি অনুমান করা যায় যে, তাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে হয় সুফিয়ান এ যুদ্ধের জন্য আসবে না, আর যদি আসেও তাহলে খোদা তা'লা তাদেরকেই জয়ী করবেন এবং সেই নির্দিষ্ট তারিখে যে মেলা বসতো সেই মেলায় নিজেদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে তারা লাভবান হতে পারবেন। পরবর্তীতে এটি সঠিক বলে পরিগণিত হয়।

যাইহোক, মুসলমানরা অঙ্গীকার অনুযায়ী যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু অপরদিকে আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতাদের বলে যে, আমি নুআয়েমকে এই কাজে পাঠিয়েছি, যুদ্ধাভিযানের পূর্বেই সে মুসলমানদের হতোদ্যম করে ফেলবে। সে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করছে। তদুপরি আমরা প্রাথমিকভাবে এক অথবা দুই রাতের জন্য বের হবো। অতঃপর আমরা ফিরে আসব। যদি মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য না আসে তাহলে আমরা বলে দেব যে, তারা যুদ্ধের জন্য আসেনি তাই আমরা জয়ী হয়েছি আর যদি মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য আসে তাহলে আমরা এ কথা বলে ফিরে আসব যে, এটি আমাদের দুর্ভিক্ষের বছর, যুদ্ধের জন্য যেহেতু স্বচ্ছলতার সময় অধিক উপযোগী তাই সুদিন ফিরে এলে যুদ্ধ করা যাবে।

কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের পরামর্শ পছন্দ করে এবং ২০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে যাত্রা করে। মক্কা থেকে কেবলমাত্র ২২ কি.মি. যাত্রা করার পর আবু সুফিয়ান ও কাফের সেনাদল হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। অতএব, আবু সুফিয়ান সেনাদলকে মক্কায় ফেরত যাওয়ার ঘোষণা দেয় এবং বলে, তোমাদের জন্য যেহেতু স্বচ্ছলতার সময় অধিক উপযোগী, আর এখন যেহেতু দুর্ভিক্ষের বছর, তাই আমি প্রস্থান করছি আর তোমরাও প্রস্থান কর। আবু সুফিয়ানের এই সিদ্ধান্তে সমস্ত সেনাবাহীনি প্রস্থান করে, আর কেউই এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে নি। এ হতে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কাফেররা কতটা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল।

এদিকে মহানবী (সা.) বদর প্রান্তরে পৌঁছে আট রাত অবস্থান করার পর মদীনায় ফেরত আসেন।

আর এভাবে মহানবী (সা.) ও ইসলামী সেনাদল মদীনার বাইরে মোট ষোল রাত অতিবাহিত করার পর প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের সামনা-সামনি করারও শত্রুপক্ষের কোন সাহস হয় নি। সুতরাং শত্রুপক্ষ লাঞ্ছিত হয় এবং মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। উক্ত এলাকার কতিপয় অ-মুসলমানদের মক্কার কুরাইশদের প্রতি আগ্রহ ছিল। মহানবী (সা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলে তারাও দমে যায়। বদরের কতক ব্যবসায়ী মেলার পর মক্কায় গিয়ে আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের দৃঢ়তার বিষয়ে অবগত করলে কাফেররা নিজেদের ভীরুতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়।

পরবর্তী যুদ্ধাভিযান গযওয়ায়ে দূমাতুল্ জান্দাল যা পঞ্চম হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এটি মদীনা থেকে প্রায় ৪৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে মদীনা থেকে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রায় ১৫ থেকে ১৭ দিন সফর করতে হতো। এখানে অনেক বড় বাণিজ্যিক হাট বসত। এটি প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল, যেটি মদীনা থেকে এত দূরে রোম সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের সাথে করা হয়; যারা সিরিয়ার সীমান্ত নিকটবর্তী একটি স্থানের অধিবাসী ছিল। এ যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট হল, মুসলমানদের সাথে বারবার পরাজয় এবং মুসলমানদের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে ইসলামের শত্রুরা এমন সুযোগের সন্ধানে ছিল যে, কীভাবে ইসলাম এবং মুসলমানদের মূলোৎপাটন করা যায়। সে অনুযায়ী মদীনার একেবারে উত্তরে সিরিয়ার সীমান্ত নিকটবর্তী একটি স্থান দূমাতুল জান্দালের চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলো ইসলামি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে।

তারা সাধারণত অরাজকতা সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক কাফেলাকে লুট করত। মহানবী (সা.) এসব সংবাদ শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দূমাতুল্ জান্দালের গোত্রগুলো কোনো বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে মদীনায় আক্রমণের পূর্বেই উত্তম হবে যদি তাদের এলাকায় পৌঁছে তাদেরকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যায়, যাতে তারা আর মদীনায় আক্রমণ করতে না পারে এবং বাণিজ্যিক কাফেলাও নিরাপদে সিরিয়ায় যাতায়াত করতে সক্ষম হয়। মহানবী (সা.) এই উদ্দেশ্যে মানুষদের যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং ১০০০ সাহাবীকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন। তাঁরা রাতের আঁধারে সফর করতেন এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) লাগাতার ১৫-১৬ দিন যাত্রার পর দূমাতুল্ জান্দালে পৌঁছে বুঝতে পারেন যে, এখানকার লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন দিকে সরে গেছে। যদিও মহানবী (সা.) সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন আর চতুর্দিকে ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন, কিন্তু তারা এমনই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল যে কারও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

দূমাতুল্ জান্দাল হতে ফেরত আসা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) সেখানে তিন দিন অবস্থানের পর সকল সেনাবাহীনি সহযোগে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ২০শে রবিউস্ সানী মদীনায় চলে আসেন। এ যুদ্ধাভিযান পরিণামের দিক থেকে অনেক ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে সমগ্র আরব ভূখণ্ড সম্পর্কে মুসলমানরা ধারণা লাভ করেন। এই সকল ভূখণ্ড

সম্পর্কে ধারণা লাভ করাও যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

পরিশেষে হুযুর (আই.) বলেন, 'পুনরায় দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শান্তি যা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) স্বীয় যুগে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন আর তাঁর আগমনের প্রকৃত এবং ইসলামের শিক্ষাও মূলত এটিই। সবকিছু আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায় ঠিক হতে পারে। এজন্য দোয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

বাহ্যত মনে হচ্ছে, বিশ্ববাসী এখন নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এছাড়া পশ্চিমাবিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এটি আরও বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে। এজন্য মুসলমানদের নিজেদের মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এটি অনুধাবনের তৌফিক দিন। মুসলমান দেশগুলোতেও, যেমন সুদান প্রভৃতি দেশে মুসলমানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছে, তাদের জন্যও দোয়া করুন। তারা ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে নিজেদের ভাইদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। একারণেই অ-মুসলমানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের সুযোগ পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দেশ ও জাতির সেবক এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বানান, আমিন'।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
05 July 2024
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in